BUET

১০ম সমাবর্তন ২০১১
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১

BUET CONVOCATION 2011

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২১ মাঘ ১৪১৭
০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১

বাণী

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর ১০ম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সমাবর্তন উপলক্ষে আমি নবীন গ্রাজুয়েট, তাঁদের অভিভাবক এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

দেশে প্রযুক্তি ও প্রকৌশল শিক্ষা বিস্তারে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার উঁচুমান কেবল দেশে নয়, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও সমধিক স্বীকৃত। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী প্রকৌশলীরা অত্যন্ত সুনামের সাথে দেশে-বিদেশে অবদান রেখে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। বর্তমান সরকার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে 'ভিশন ২০২১' তথা রূপকল্প ঘোষণা করেছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন বিপুল দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন। আমি আশা করি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ 'রূপকল্প' বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমি বুয়েটের নবীন গ্রাজুয়েটদের অভিনন্দন জানাই এবং তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করি।

আমি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ম সমাবর্তনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

দেশের প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই ঐতিহ্যবাহী ও মর্যাদাপূর্ণ বিদ্যায়তন বাংলাদেশে গত ছয় দশক ধরে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রকৌশল, কারিগরী, স্থাপত্য ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিষয়ে মানসম্মত শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় দেশে ও বিদেশে অত্যন্ত সুপরিচিত ও প্রশংসিত।

বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের নিয়ামক শক্তি হচ্ছে কারিগরী ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান। বিশ্বায়নের বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে এবং উন্নয়নের ধারাকে আরও গতিশীল ও বেগবান করতে হলে দেশে প্রকৌশল ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রয়োগ খুবই জরুরী।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার শিক্ষাকে জাতীয় অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ সরকার ২০১০ সালে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে যা বাংলাদেশে আধুনিক, প্রগতিশীল ও একমুখী শিক্ষা বিকাশে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে বলে আশাকরি। প্রকৌশল শিক্ষার যুগোপযোগী ব্যবহারের মাধ্যমে প্রযুক্তির বিকাশ ও অগ্রগতি সাধনের জন্য এই সরকার যে কোন ধরনের পদক্ষেপ নিতে বদ্ধপরিকর। আমি আশা করব বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রকৌশলী, স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদদের নিয়ে দেশ ও জাতির যে গর্ব তা যেন অটুট থাকে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জনকারীদের প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই এবং সেই সাথে দশম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি।

(নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

BUET

অধ্যাপক ডঃ এস. এম. নজরুল ইসলাম
উপাচার্য
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

বাণী

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম সমাবর্তন (২০১১) অনুষ্ঠান উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। ১৮৭৬ সালে ঢাকা সার্ভে স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকে পর্যায়ক্রমে রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকৌশলী, স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদ গড়তে এ প্রতিষ্ঠান দেশে-বিদেশে অনন্য স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাদের মেধা, মননশীলতা, সততা, কর্মকুশলতা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সুনাম ও আস্থা অর্জন করেছে। শিক্ষকগণ গবেষণা ও শিক্ষকতার পাশাপাশি দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত বিষয়ে সরকারকে এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিশেষজ্ঞ সেবা ও সহায়তা প্রদান করে আসছে।

নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ইহার বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়। কর্মসাফল্যের জন্য জ্ঞানের অনুশীলন অব্যাহত রাখা প্রকৌশল শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। মেধার বিকাশ ও প্রজ্ঞার উন্মেষ ঘটানোর আদর্শ স্থান এ বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করে জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ হওয়ার পথ সুগম করার জন্য সরকারের সহায়ক ভূমিকা অপরিহার্য, যা নবীন প্রকৌশলীদের জ্ঞানের পথে সাহায্য করবে।

সমাবর্তনের মাধ্যমে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে নবীন স্নাতকগণ তুলে নিলো প্রযুক্তির জ্ঞানের মশাল। তাদের উপর অর্পিত হলো দেশ গড়ার গুরুদায়িত্ব। তাদের কর্মকুশলতা, মেধার উৎকর্ষতা ও কর্মদক্ষতা বয়ে আনবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম, তথা জাতির গৌরব। তারা তাদের মেধা ও শিক্ষা সঠিকভাবে ব্যবহার করবে এ প্রত্যাশা আমার এবং দেশের মানুষের।

সমাবর্তনের আলো সবার জীবনকে উদ্ভাসিত করুক। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আল্লাহ হাফেজ।

অধ্যাপক ডঃ এস. এম. নজরুল ইসলাম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

BUET

অধ্যাপক ডঃ মোঃ হাবিবুর রহমান
উপ-উপাচার্য
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

বাণী

বাংলাদেশে প্রকৌশল ও কারিগরী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র, দেশের ঐতিহ্যবাহী ও শ্রেষ্ঠ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাঙ্গন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ম সমাবর্তন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সকলের আন্তরিক সদিচ্ছা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই গুরুত্বপূর্ণ এ অনুষ্ঠান আয়োজন সম্ভব হয়েছে।

চলমান এ শতাব্দীর উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তি প্রয়োগের ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি সহজেই অনুমেয়। এজন্য নিশ্চিত প্রয়োজন এমনই শিক্ষা ব্যবস্থা যার মাধ্যমে আমরা জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল ক্ষেত্রে সৃজনশীল গুণাবলীকে ধারাবাহিকভাবে সমৃদ্ধ করতে পারি। মুক্ত বাজার অর্থনীতি বর্তমান সময়ের একটি দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য। এর সাথে তাল মিলিয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মুক্ত বাজারে নিজেদের স্থান সুসংহত করতে হলে আমাদেরকে প্রকৌশল ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত মানব সম্পদ উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। এমনই প্রেক্ষাপটে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, সাম্প্রতিককালে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ের কার্যক্রমে বিষয়বস্তুকে যুগোপযোগী করা হয়েছে। এছাড়া স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রমের পরিসর ও পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকৌশল, প্রযুক্তি ও গবেষণা ক্ষেত্রে প্রশংসনীয়ভাবে এগিয়ে থাকার লক্ষ্যে ভবিষ্যতেও আমাদের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বিশ্বব্যাপি প্রযুক্তি প্রসারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক প্রযুক্তির যুগে এ বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে বিদেশী কারিগরী সহায়তার উপর নির্ভরতা হ্রাস করার লক্ষ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়কেই আরও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

নবীন স্নাতকগণ, আশাকরি তোমরা ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে তোমাদের মেধা ও প্রচেষ্টাকে আরও শাণিত করে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করবে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অগ্রণী ভূমিকা সাহসিকতার সাথে পালন করে দেশ ও জনগণের কল্যাণে ব্রতী হওয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

খোদা হাফেজ।

অধ্যাপক ডঃ মোঃ হাবিবুর রহমান

BUET: Pioneer in Engineering and Technical Education

Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) is a pioneer institution in engineering education of the country and has been playing a leading role for the last sixty three years. This university has been contributing significantly towards the development of almost all sectors of Bangladesh. Graduates of the university, thousands in number, have reached almost all corners of the world. BUET attracts the most brilliant students of the country through its strict, legendary admission test and examination system- starting from the admission process finally to the awarding of the degree, for its advanced curriculum, premier educational standard, world class faculty and excellent infrastructural facilities.

BUET started its journey more than a century ago, in 1876, when Dhaka Survey School was established in Nalgola of old Dhaka. This school underwent different stages of transformations to turn into today's BUET. Dhaka Survey School had a two-year course at the beginning. In 1887, the school was upgraded and started to offer three-year course for sub-overseers Four-year course for overseers was launched in 1905.

In 1908, with the generous donation from the Nawab family of Dhaka, the Dhaka Survey School was converted in to Ahsanullah Engineering School. On the recommendation of an industrial conference held in 1909 in Dhaka, this school started offering diploma in mechanical and electrical engineering in 1913. At the outset Ahsanullah Engineering School was affiliated to Dhaka College. In 1920, the school came under the administrative jurisdiction of Director of Public Instruction. The curriculum was reformed extensively in 1925 to start a degree course for the overseers with four-year curriculum and one-year practical courses. This degree program continued for the next two decades.

Ahsanullah Engineering School was upgraded to Ahsanullah Engineering College in November, 1947. Curriculum was approved for both degree and diploma programs-degree course for I.Sc. passed students and diploma course for matriculation passed students. At this stage, the college was affiliated with Dhaka University. In 1950, a four-year degree course was launched replacing the three-year degree course and new course curriculum was approved in 1956. From 1958, the college stopped offering diploma course and continued only with the degree program.

On 21st September, 1961, Ahsanullah Engineering College was upgraded to East Pakistan University of Engineering and Technology (EPUET) through a Government ordinance. The university launched its program on 1st June, 1962 with two faculties - Engineering Faculty and Architectural & Planning Faculty. Director of Technical Education Dr. M. A. Rashid was appointed as the first Vice-Chancellor. After the independence of Bangladesh in 1971, the university was renamed as Bangladesh University of Engineering and Technology-BUET.

At the beginning of 1962, the yearly intake was 240 in the undergraduate level in 6 departments of 2 faculties. The number was increased to 300 in 1964 and 360 in 1966. The number continued to increase and currently 965 undergraduate students enroll in 11 departments of 5 faculties every session. Nearly 24,000 engineers, architects and planners-who had graduated from this university during over 49 years from 1962 to 2011, are constantly making valuable contribution to the development of the country.

BUET has 17 departments in 5 faculties, which are engaged directly in undergraduate and postgraduate teaching. In addition, there are 5 institutes and 6 centres. Nearly 580 teachers are currently teaching at the university-among them two-thirds have PhD degrees. Almost 4600 students, including 50 from foreign countries, are currently studying in different undergraduate programs. The proportion of women students is about twenty-five percent.

BUET has a very high standard postgraduate program. Currently, it offers M.Sc. Engineering, M.Phil, M. Engineering, M. Arch, M. URP, Postgraduate diploma and PhD programs in 20 departments and institutes. Nearly 3000 postgraduate students are continuing with their studies and research works; among them 80 students are working for the PhD degree. Journals of international standard are published from almost all departments. Every year, more than a hundred research papers of teachers and students of the university are published in international journals. In addition to regular teaching programs, BUET arranges seminars, conferences, workshops, short-courses to introduce new scientific and technological developments and research trends to the students and professional engineers, architects and planners.

Each department, institute and centre of BUET is regarded as the best in the relevant fields in Bangladesh. BUET has got more than a hundred laboratories, machine shops, foundry shops and 7 high - standard workshops, which are used for practical training and research work. A large number of government and private organizations, on a regular basis, use the laboratory facilities and seek expert consultation services from BUET. In 1995, Directorate of Continuing Education (DCE) was established for continuous training of Engineers & Professionals.

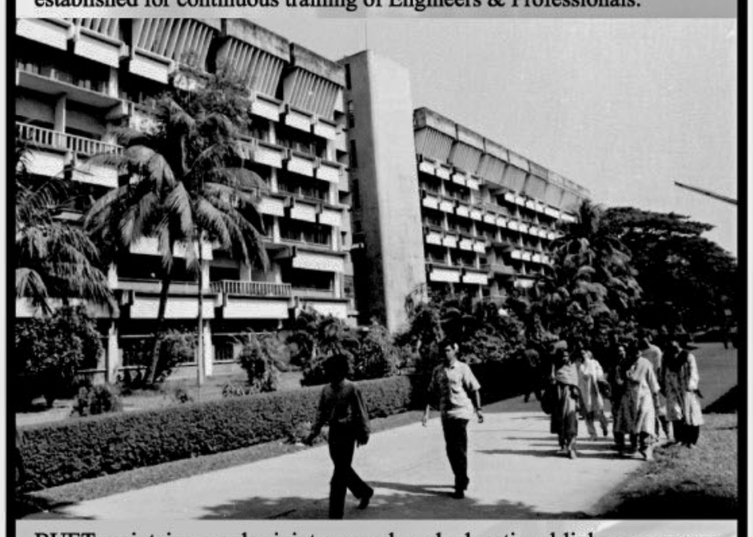

BUET maintains regular joint research and educational linkage program with different foreign universities. Counterparts in notable linkage programs are University of Alberta (Canada), DUT (Netherlands), University of Leuven (Belgium), MIT (USA), BUET-University of Tokyo (Japan), Saga University (Japan), University of Dublin (Ireland), Rhein-Waal University (Germany), BUET-Upsala University (Sweden) EAWAG (Switzerland) etc.

BUET campus is situated in an area of approximately 76 acres. A playground of around 6 acre is located in the well planned green campus. There are 8 students hall of residence including one for women students. The total capacity of the halls is 2887. The halls have their own libraries. There is a fully equipped gymnasium for the students. The university has a central auditorium facility with a capacity of almost 1000, a well equipped conference hall with 160 seats, two seminar rooms with 180 seats each and a number of other seminar rooms. There is a large cafeteria in the auditorium complex. The university also operates a transport facility for the non-residential students. BUET has a medical centre equipped with modern diagnostic capability, dispensary and ambulances.

There is a central library in the university; departments, institutes and centres have their own libraries. The library has 1,29,483 books and 18,332 journals; online access to more than four thousand e-journals is available. High-speed internet facility is available to the members of the university. BUET is self-sufficient in producing its own electricity by 4 megawatt gas-engine generator power-plant.

In this Convocation 3670 students are going to be awarded bachelor degree, 940 masters degrees and post graduate diploma and 30 Ph.D degrees. One honorable faculty member and 60 students at different levels will also be awarded gold medal.

BUET has traversed a long 135 years path- from 1876 to 2011 and has touched three centuries on its way. A university, which is entirely financed by public money and which has been playing a pioneer role in technical education will further strengthen its role in the new century, become one of the centres of excellence of engineering education in the world, and contribute towards developing a modern country - this is the dream and aspiration of the nation. With the united efforts of the students, teachers, alumni, guardians and continuing support from the government, BUET will certainly be able to fulfill this cherished dream.

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২১ মাঘ ১৪১৭
০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১

বাণী

মর্যাদাপূর্ণ বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম সমাবর্তন উপলক্ষে আমি ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কারিগরি শিক্ষার আদর্শ বিদ্যাপীঠ হিসেবে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় দেশে-বিদেশে সুনাম অর্জন করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী প্রকৌশলী, স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদগণ দেশের উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছেন। বিদেশেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভা ও সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছেন। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরী। বর্তমান সরকার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সব ধরণের শিক্ষার প্রসার, মানোন্নয়ন এবং সকলের নিকট শিক্ষা সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

আমি আশা করি, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারীগণ তাদের মেধা ও মনন ব্যবহার করে টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের 'ভিশন ২০২১' বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

আমি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম সমাবর্তনের সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রফেসর ড. আলাউদ্দিন আহমেদ
প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা
(শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনীতি বিষয়ক)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার একটি শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বুয়েটের অবস্থান অনন্য। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমাদের অহংকার বুয়েটের স্নাতকগণ তাদের মেধা, প্রজ্ঞা, মননশীলতা ও অধীত বিদ্যার প্রয়োগ দ্বারা দেশ ও বিদেশে তাদের সুনাম অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১০ সালে একটি নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে। এই যুগোপযোগী শিক্ষানীতি দেশে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনবে বলে আশা করি। প্রযুক্তি শিক্ষা ও এর বিকাশ সাধনের জন্য এই সরকার যে কোন ধরণের পদক্ষেপ নিতে বদ্ধপরিকর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনুশীলন ও সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নত দেশসমূহের বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অনুন্নত দেশগুলো পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তাদের পশ্চাৎপদতা। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের শীর্ষে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন অব্যাহত গবেষণা ও উন্নয়ন এবং মেধার স্ফূরণ ঘটানো। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়কে মেধার বিকাশ ও প্রজ্ঞার উন্মেষ ঘটানোর আদর্শ স্থান হিসেবে ক্রমবিকাশমান রাখা। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে উন্নয়ন চাহিদার প্রয়োজন যথাযথভাবে মিটানোর লক্ষ্যে এই জনশক্তি সৃষ্টির ক্ষেত্রে নজর দেয়ার জন্য আজ এই মহান সমাবর্তন অনুষ্ঠান থেকে আমি সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

নবীন স্নাতকবৃন্দকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই ও তাদের সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

প্রফেসর ডঃ আলাউদ্দিন আহমেদ

বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

প্রফেসর নজরুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বাণী

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ম সমাবর্তন অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়কে অভিনন্দন জানাই। প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন শক্তির বিকাশ উন্নত দেশে সমৃদ্ধির মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য কৃষি, শিক্ষা ও শিল্পে লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এদেশে গত ছয় দশকে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষা ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ও নেতৃত্বদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এক অনন্য মর্যাদায় আসীন হয়েছে। দেশে আর্থ-সামাজিক কাঠামো নির্মাণে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অসামান্য। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের এ স্বকীয়তা দেশে আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

এই বিশ্ববিদ্যালয় সৃজনশীল ও সুদক্ষ প্রকৌশলী, স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদ তৈরি করার মাধ্যমে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি, অবকাঠামো নির্মাণ এবং সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে ভবিষ্যতেও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রফেসর নজরুল ইসলাম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যানের ডেস্ক থেকে...

BUET

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ম সমাবর্তন, ২০১১ উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সবাইকে স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। সর্বমহলের ঐকান্তিক আগ্রহ ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। দেশের প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে কঠোর অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের শেষে আজকের সমাবর্তনের স্নাতকগণ সাফল্য লাভ করেছেন-তাদের সাফল্যে আমরা সবাই গর্বিত ও আনন্দিত। মেধাসমৃদ্ধ ও জ্ঞানানুশীল স্নাতক তৈরীর প্রচেষ্টায় এই বিশ্ববিদ্যালয় আরেক ধাপ এগিয়ে গেল।

একুশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে বাংলাদেশে প্রযুক্তির ব্যাপক উন্মেষ ও প্রসার ঘটাতে হবে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে এমন শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যার মাধ্যমে জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ক্ষেত্রে সমৃদ্ধশালী হওয়ার পথ সুগম হয় এবং একুশ শতকের উপযোগী Centre of Excellence গড়ে তোলা সম্ভব হয়। বাংলাদেশের প্রকৌশল পেশা, শিক্ষা ও গবেষণার পাদপীঠ ও আত্মিক কেন্দ্রবিন্দু বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়কে এই উপমহাদেশে একটি অন্যতম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষা ও গবেষণা প্রসারের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার আকাঙ্খা আমাদের সকলের।

বিশ্বায়নের বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রকৌশল ও কারিগরী শিক্ষায় উচ্চ গুণগতমান বজায় রাখতে হবে, যাতে করে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ, স্থপতি, পরিকল্পনাবিদ ও বিজ্ঞানী তৈরী করে শুধু বাংলাদেশেই নয় সারাবিশ্বে স্ব স্ব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার সুযোগ হয়। দেশের ভবিষ্যতের সঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞানের উন্নতি সাধন করে সৃজনশীল ও সুদক্ষ প্রকৌশলী, স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদ তৈরী করার মাধ্যমে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি, অবকাঠামো নির্মাণ এবং সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে ভবিষ্যতেও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে, এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

বর্তমান সমাবর্তনের স্নাতকগণের মেধা, জ্ঞান, সৌকর্য ও দেশপ্রেম তাদের জীবনের পথে তথা দেশের উন্নয়নমূলক কর্মতৎপরতার সাথে সম্পৃক্ত করবে। দেশাত্মবোধ এবং মানবিকগুণের স্পৃহায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিনিয়ত বিকাশমান বিজ্ঞানের অনন্য আবিষ্কার ও প্রযুক্তির গতিশীল উদ্ভাবনগুলোর সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে দেশকে উন্নতির উচ্চশিখরে পৌঁছানোর দায়িত্ব তাদেরকেই নিতে হবে।

সমাবর্তনের স্নাতকবৃন্দকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই ও তাদের সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ

অধ্যাপক ডঃ মোঃ মাজহারুল হক
চেয়ারম্যান
স্টিয়ারিং কমিটি, ১০ম সমাবর্তন-২০১১